প্র) অভিনয় কাকে বলে? অভিনয় কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ

"ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকারঃ স চতুর্বিধঃ।" — ব্যাখ্যা কর।

দর্পণকার বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্য দর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শুরুতে দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে কাব্যের দুই শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দৃশ্য কাব্য ব্যাখ্যা করেছেন 'দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম্।' অর্থাৎ অভিনয় যোগ্য কাব্যকে দৃশ্য কাব্য বলে। যে কাব্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনেতা অভিনেত্রী পরিবেশিত হয়, তাকে দৃশ্য কাব্য বলে। অতঃপর স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে: অভিনয় কি? দর্পণকারের অভিনয় ব্যাখ্যা হল: — 'ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকারঃ।' অর্থাৎ অবস্থার অনুকরণকে অভিনয় বলে। নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে যে চরিত্রের রূপ দান করেন সেই চরিত্রের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না, সুষ্ঠুভাবে অনুকরণের চেষ্টা করেন। অতএব চরিত্র বিশেষের সুখ দুঃখাদি অবস্থার সম্যক অনুকরণকে অভিনয় বলা হয়।

এই অভিনয় চতুর্বিধ আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। যে অভিনয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তাকে বলে আঙ্গিক অভিনয়। মানুষের মনোভাব তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন দ্বারা প্রকাশিত হয়, মুখের প্রসন্নতা ও হাস্য যেমন মানুষের আনন্দের সূচক, তেমনি তাদের উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কিংবা ক্রোধে হস্ত পদাদির আস্ফালন মানুষের চরিত্র স্বভাবের পরিচায়ক। অতএব কোন অভিনেতা মানুষের চরিত্র অভিনয় করে মুখের স্মিত হাস্য কিংবা ক্রোধ ব্যক্তির অভিনয় করলে মুখের চিৎকার ও হস্তপদাদি সঞ্চালনের দ্বারা সেই ব্যক্তির মানসিক অনুকরণ করা হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা অভিনয়ের যে অংশ সম্পাদিত হয়, তাকে আঙ্গিক অভিনয় বলে।

দ্বিতীয়তঃ বচন নিষ্পাদ্য অভিনয়কে বাচিক অভিনয় বলে। কোন অভিনেতা চরিত্রের বক্তব্য যখন বিশিষ্ট সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে বলে বাচিক অভিনয়। কথা সাহিত্য নাটকের যে সংলাপ নাট্যকারগণ রচনা করেন, তার যথাযথ উপস্থাপন দুশীলবরা করতে সক্ষম হলে তাকে বাচিক অভিনয় বলা হয়।

তৃতীয়তঃ পরবর্তী অভিনয়ের নাম আহার্য। আহার্য শব্দের অর্থ সজ্জিত। অতএব চরিত্রানুযায়ী বেশ-ভূষা দ্বারা যে অভিনয় সম্পন্ন হয়, তাকে আহার্য অভিনয় বলে। উদাহরণ দেয়া বলা যায় যে, কোন অভিনেতা যদি শেক্সপিয়র সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় অভিনয় করেন, তবে অবশ্যই তাকে এই সম্রাটের বেশ-ভূষা ধারণ করতে হবে। অতএব পোশাক পরিচ্ছদের অনুকরণ দ্বারা যে অভিনয় সম্পন্ন হয়, তাকে বলে আহার্য অভিনয়।

আঙ্গিক অভিনয় বলে। বস্তুত, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি ভাব রসের আঙ্গিক অভিনয়ের বর্ণনা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আছে। যখন কোনো অভিনেতা এইসব অনুভূতি রঙ্গমঞ্চে স্বাভাবিকভাবে অনুকরণ করেন, তবে তাকে আঙ্গিক অভিনয় বলে। বলা বাহুল্য চতুর্বিধ অভিনয়ের মধ্যে আঙ্গিক অভিনয় সব থেকে কঠিন। যতক্ষণ না অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একেবারে একাত্ম না হতে পারেন, ততক্ষণ আঙ্গিক অভিনয় হয় না।

এইভাবে বিশ্বনাথ অভিনয়ও তার চতুর্বিধ শ্রেণি-সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।

২০) "গোদুগ্ধন্যায়েনাসৌ বর্ণনাং তস্য কীর্তিতম্" — ব্যাখ্যা কর।

আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্য দর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে নাটকের কাহিনী বিন্যাস সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে নাটকের ঘটনা সংস্থান হবে "গোদুগ্ধন্যায়ে" অর্থাৎ যেমন নাটকে গোদুগ্ধের মতো ঘটনা সংস্থান স্তরের আবশ্যক। গোদুগ্ধে যেমন একটি ধারা সূক্ষ্মভাবে দেখা যায়, নাটকের ঘটনা সংস্থানের এই ধরনের ধারা সূক্ষ্ম পরিণতি হওয়া উচিত। গরুর দোয়ের শুরুর দিকে ধারা স্থূল হলেও যেমন তা ক্রমশ সূক্ষ্ম হতে হতে শেষ পর্যন্ত পরিণতিতে সমাপ্ত হয়, তেমনি নাটকেও ঘটনা সংস্থান ধারা সূক্ষ্ম হওয়া উচিত। সুতরাং নাটকের শুরুর দিকে কয়েক ঘটনার অবতারণা হলেও তার কোনটি মুখ্য অঙ্কে, কোনটি বা প্রতিমুখ অঙ্কে আবার কোনটি অন্যান্য অঙ্কে পরিসমাপ্ত হয়ে উপসংহার অঙ্কে কেবল মুখ্য ঘটনাটি সমাপ্ত হবে।

এ বিষয়ে মতান্তর আছে। অনেকে বলেন যে গোদুগ্ধে যেমন কোন গোরু স্থূল, কোনটি বা দীর্ঘ — তেমনি নাটকেও কোন ঘটনা সংক্ষিপ্ত কোনটি বা দীর্ঘ হবে। গরুর দোয়ে যেমন ছোট বড় নানা রকমের গোরু প্রকাশিত হবে, তেমনি নাটকের আকারে স্থূল দীর্ঘ নানা ঘটনা রূপায়িত হয়।

দর্পণকার নাটকের ঘটনা সংস্থান সম্বন্ধে এরূপ সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন।